রামানুজের মতে জীব ও ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) সম্পর্ক

জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়ে রামানুজ নানা উপমার সাহায্য নিয়েছেন। এসব উপমা অভিন্ন তাৎপর্যের দ্যোতক নয়। ফলে, এ ব্যাপারে রামানুজের বক্তব্য কি, তা নিয়ে নানা বিপরীত মত, এমনকি বিরোধী কথাও বলা হয়েছে। যেমন জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সম্পর্কে ভেদবাদ, অভেদবাদ ও ভেদাভেদবাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। রামানুজ নানাস্থানে এই তিনটি মতেরই কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং একটির সমালোচনা করতে গিয়ে, অন্য মতের সম্পর্কে তার আনুকূল্য প্রকাশ পেয়েছে। ফলে 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-এর রচয়িতা মাধবাচার্য রামানুজকে তিনটি মতেরই সমর্থক মনে করেন। মাধবাচার্য বলেন, রামানুজের মতে, জীব ও ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। তাই ব্রহ্মের মতো জীবও সর্বজ্ঞ ও আনন্দময়।

আবার, রামানুজ জীবকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নও মনে করেন। কারণ, জীব ব্রহ্মের অনুপরিমাণ প্রকার। আবার, এদুটি তত্ত্বকে সত্য বলে মেনে নিয়ে, রামানুজ যেন বলতে চান, জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ও ভিন্ন দুই-ই। স্বভাবতই রামানুজ সম্পর্কে এ মত মেনে নেওয়া যায় না। তাই ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে রামানুজের প্রবল আক্রমণ লক্ষ্য করে কোনও কোনও দার্শনিক বলেন, রামানুজ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে চতুর্থ একটি সম্বন্ধ মেনেছেন। সেই চতুর্থ সম্বন্ধের নাম 'অপৃথকসিদ্ধি'। এরা বলেন, রামানুজমতে, জীব ব্রহ্মের পূর্ণসাপেক্ষ। ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে জীব অসিদ্ধ। এ মতকেও রামানুজের বক্তব্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। যদি 'অপৃথকসিদ্ধি' বলতে 'পূর্ণসাপেক্ষতার অঙ্গীকার এবং সর্ববিধ নিরপেক্ষতার অস্বীকৃতি'-কেই বোঝায়, তাহলে রামানুজের সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবেদান্তের 'জীবব্রহ্মৈব'-তত্ত্বেরই নামান্তর হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এ বক্তব্য সমর্থন করতে পারেন না।

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সম্পর্কে রামানুজের সঠিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মতভেদের কারণ, রামানুজ নিজেই। তিনি জীবকে কখনও ব্রহ্মের অংশ, আবার কখনও কায়, কখনও প্রকার, তো কখনও আবার বিশেষণ প্রভৃতি বলেছেন। আবার অন্যত্র জীবকে ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ ও ব্রহ্মের নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলে উল্লেখ করেছেন। এসব শব্দ কিংবা উপমা অভিন্নার্থবোধক নয় এবং এগুলি প্রত্যেকটিই জীব ও ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধেরই নির্দেশ করে। তাহলে, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সম্পর্কে রামানুজের সিদ্ধান্ত কি ?

‘ভেদাভেদ’ শব্দ দ্বারা রামানুজ যা বলতে চান, তা না বোঝার ফলে, শব্দটি নির্বিচারে ও অসতর্কভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে, নানা দার্শনিক নানা অর্থে ‘ভেদাভেদ’ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এ ব্যাপারে এদের বক্তব্য শুধু ভিন্নই নয়, অনেক স্থলে পরস্পর-বিরোধীও বটে। একের বক্তব্য অন্যে খণ্ডন করেছেন। রামানুজ স্বয়ংও ‘ভেদাভেদ’-এর খণ্ডন করেছেন। কিন্তু তাতে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি সর্বপ্রকার ‘ভেদাভেদ’ বিরোধী। রামানুজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ‘ভেদাভেদ’ শব্দের পরিবর্তে ‘বিশিষ্টাদ্বৈত’ শব্দটির প্রয়োগই শ্রেয়তর। ভাস্কর, যাদব কিংবা নিম্বার্ক ভেদাভেদবাদী। তাঁরা বলেন, ভেদ ও অভেদ, দুইই সমান সৎ এবং একই বস্তুতে সহাবস্থান করে। পক্ষান্তরে রামানুজ মনে করেন, ভেদ ও অভেদ সৎ হলেও সমান-সৎ এবং সম-প্রধান হতে পারে না। রামানুজ বলেন, ভেদ ও অভেদ একই বস্তু সম্পর্কে সত্য হলেও অন্যান্য নিরপেক্ষসৎ ও সমান-সৎ হতে পারে না। অভেদই এবং সর্বদা ভেদ বিশেষিত।

বিশেষ্য প্রধান ও বিশেষণ অপ্রধান। ভেদ কখনও অভেদ নিরপেক্ষ নয়। সর্বদাই ভেদ কোনও অভিন্ন বস্তুর বিশেষণরূপে তাকে বিশেষিত করে। রামানুজ ভেদাভেদবাদী নন। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে, 'বিশিষ্টাদ্বৈত' বলতে সেই অদ্বৈত(অভেদ)-কেই বোঝায়, 'যা ভেদের মধ্য দিয়েই এবং ভেদজন্যই সৎ', অথবা 'যা ভেদ দ্বারা বিশেষিত রূপেই সৎ'। এ অর্থেই রামানুজ বলেন, জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অপৃথকসিদ্ধি সম্বন্ধে আবদ্ধ। জীব ব্রহ্মের কায়। জীবের ব্রহ্ম নিরপেক্ষ সত্তা অসম্ভব। তবুও জীবের একধরনের বিশিষ্টতা থাকে। স্বরূপত, জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হলেও (ব্রহ্মের) প্রকাশরূপে তারা ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। প্রকারীকে বাদ দিয়ে প্রকার না থাকলেও এবং প্রকারীর বিশেষণরূপেই প্রকার সৎ হলেও, প্রকার ও প্রকারী, 'ক' হয় ক-এর মত অভিন্ন নয়। মুক্ত জীব ব্রহ্ম হয়ে যায় না। সে ব্রহ্মসদৃশ হয়ে ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের মত অনন্ত আনন্দ ও চৈতন্যের আশ্রয় হয়। এ অর্থেই জীব স্বরূপত ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন।

রামানুজের অবধারণতত্ত্ব, বিশিষ্টাদ্বৈততত্ত্বের যৌক্তিক ভিত্তি। তিনি বলেন, যে কোন অবধারণই দুটি পৃথক পদার্থের সম্বন্ধবাচক। অবধারণের উদ্দেশ্য ও বিধেয়, অভিন্ন দ্রব্যের দুটি ভিন্ন অর্থের বাচক। উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন কিংবা অভিন্ন হলে সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারে না। ফলে অবধারণ সম্ভব হয় না। অভেদের সঙ্গে অসম্বদ্ধ ভেদ কিংবা ভেদরহিত অভেদ অসৎ। উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভিন্ন অর্থের বাচক হলেও, উভয়েই অভিন্ন দ্রব্যের নির্দেশক। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের বাচ্য-অর্থ দুটি, একই 'যৌগিক অংশীর' অংশ। 'কাপড়টি সাদা' - এই অবধারণের বিধেয়ের বাচ্য-অর্থ 'সাদা' গুণটি 'সাদাকাপড়' নামক 'যৌগিক অংশীর' নির্দেশক। আবার, অবধারণটির উদ্দেশ্যের বাচ্য-অর্থ 'কাপড়' একটি 'যৌগিক অংশী' এবং 'সাদা' গুণটি তাতে বর্তমান। সুতরাং 'কাপড়টি সাদা' অবধারণটি দুটি 'যৌগিক অংশীর' অভেদ বাচক। পুনশ্চ যখন বলি 'ইনি সেই দেবদত্ত', তখন অবধারণটি বর্তমান দেশে ও কালে জ্ঞাত ইনি এবং অতীত কোনও দেশে জ্ঞাত 'সেই' নামক দুটি 'যৌগিক অংশীর' ভেদ নির্দেশ করে। 'ইনি' ও 'সেই' - এই দুটি, দুই 'দেবদত্তের' বাচক। অর্থাৎ অর্থের দিক থেকে দুটি ভিন্ন, তথাপি, এই দুটি ('ইনি' ও 'সেই'), অভিন্ন দেবদত্তের বাচক।

এই অবধারণতত্ত্বের সাহায্যে, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈততত্ত্বকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবেই, তিনি দেখান যে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্য, বিশিষ্টদ্বৈতব্রহ্মেরই বাচক। রামানুজ বলেন, 'তত্ত্বমসি' ('তুমিই সেই') নামক অবধারণের উদ্দেশ্য ও বিধেয়, 'সেই' ও 'তুমি' - অর্থের দিক থেকে ভিন্ন। কারণ, তারা দুটি ভিন্ন 'যৌগিক অংশীর' বাচক। 'সেই' বলতে 'কারণ ব্রহ্ম' এবং 'তুমি' বলতে 'জীব' স্বরূপ কার্য ব্রহ্মকে বোঝায়। অথচ, স্বরূপত, দুই ব্রহ্ম অভিন্ন। তাই, 'তত্ত্বমসি' অবধারণটি অভিন্ন দ্রব্যেরও নির্দেশক। কোনও অভেদই নিরাকার, নির্বিশেষ বা ভেদরহিত নয়। 'তত্ত্বমসি' জাতীয় অবধারণসমূহ, ভেদ-বিশেষিত অভেদেরই বাচক। এসব বাক্যের তাৎপর্য - জীব (ও জগৎ) ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হলেও, ব্রহ্মই তাদের অন্তরতম আত্মা।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ